

## والتوصيات المشاكل : الجمهوري الإعلام وسائل في الدعوة

### গণমাধ্যমে দাওয়াত: সমস্যা ও সমাধান

#### গণমাধ্যম বলতে আমরা কি বুঝি?

মাধ্যম (ইংরেজি, Media) বা মিডিয়া পরিভাষাটি দিয়ে যোগাযোগের এমন সমস্ত পন্থাকে বোঝানো হয়, যেগুলোর সাহায্যে কোনো বার্তার স্থানান্তর সম্ভব। এগুলো প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে।

প্রচলিত ভাষায় মাধ্যম বা মিডিয়া বলতে সাধারণত গণমাধ্যম (ইংরেজি, Mass media) বোঝানো হয়, যার সাহায্যে দ্রুত বিপুলসংখ্যক জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। মিডিয়া বা গণমাধ্যম বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, 'যার সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য, সংবাদ ও অনুষ্ঠান বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যায়।'

মিডিয়াকে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়- ১। প্রিন্ট মিডিয়া, ২। অডিও মিডিয়া, ৩। ভিডিও মিডিয়া এবং ৪। কম্পিউটার মিডিয়া বা ইন্টারনেট।

কেউ কেউ বলেন, গণমাধ্যম হচ্ছে সংগৃহীত সকল ধরনের মাধ্যম, যা প্রযুক্তিগতভাবে গণযোগাযোগ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্প্রচার মাধ্যম যা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া নামে পরিচিত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাদের তথ্যাবলী প্রেরণ করে। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও বা বেতার, সিডি, ডিভিডি এবং অন্যান্য সুবিধাজনক ছোট ও সহায়ক যন্ত্রপাতি যেমন- ক্যামেরা বা ভিডিওচিত্রের সাহায্যে ধারণ করা হয়। পাশাপাশি মুদ্রিত মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র, সাময়িকী, ব্রোশিওর, নিউজলেটার, বই, লিফলেট, পাম্পলেটে বাহ্য বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়। এতে ফটোগ্রাফী বা স্থিরচিত্রও দৃশ্যমান উপস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

[Manohar, Uttara, "Different Types of Mass Media" (ইংরেজি ভাষায়) Buzzle.com। নভেম্বর ১৪, ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ নভেম্বর ২৬, ২০১১; Smith, S.E. (৪ অক্টোবর ২০১১)। "What is Mass Media?" (ইংরেজি ভাষায়)। Conjecture Corporation। সংগ্রহের তারিখ নভেম্বর ২৬, ২০১১]

টেলিভিশন কেন্দ্র অথবা পাবলিশিং কোম্পানী গণমাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে সংগঠনরূপে আধুনিক প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করে থাকে। তাই অনেকে এগুলোকে গণমাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন ও গণমাধ্যমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

["Mass media", Oxford English Dictionary, online version November 2010; Potter, W. James (২০০৮)। Arguing for a general framework for mass media scholarship (ইংরেজি ভাষায়) SAGE, পৃষ্ঠা 32]

মোবাইল বা সেল ফোন, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটকেও অনেক সময় নতুন-যুগের গণমাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইন্টারনেট স্থায়ী ক্ষমতাবলে ইতিমধ্যে অন্যতম গণমাধ্যম হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ মাধ্যমে অনেক প্রকার সেবা - বিশেষ করে ই-মেইল, ওয়েব সাইট, ব্লগিং, ইন্টারনেট এবং টেলিভিশনের প্রচারকার্য পরিচালনা করেছে। এ কারণে অনেক গণমাধ্যমের পদচারণা ওয়েব সাইটে দেখা যায়। টেলিভিশন বিজ্ঞাপনচিত্রকে ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে কিংবা খেলাধুলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রীড়াপ্রেমী

দর্শকদেরকে তাদের ওয়েবসাইট দেখতে উদ্বুদ্ধকরণে ঠিকানা প্রকাশ করে। বাইরের মাধ্যম হিসেবে বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, প্লাকার্ডকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবনের ভিতরে ও বাইরে যেখানে অধিক দোকান-পাট/বাসের ব্যস্তমুখর পরিবেশে উপস্থাপন করা হয়। ["Mass Media" (ইংরেজি ভাষায়), সংগ্রহের তারিখ নভেম্বর ২৮]

জনসভা এবং বিশেষ ঘটনায় সমবেত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানও গণমাধ্যমের একটি ধরন।

#### বর্তমান যুগে প্রধান প্রধান মাধ্যমগুলি হল:

- পোস্টার বা বিজ্ঞাপন, যাতে পেশাজীবী লেখকেরা বিজ্ঞাপন লিখনের নানা কলাকৌশল খাটান।
- প্রকাশনা বা মুদ্রণ শিল্প, যাতে পেশাজীবী কর্মীরা সাংবাদিকতার বিভিন্ন কৌশল কাজে লাগান।
- বেতার, শব্দ-ভিত্তিক মাধ্যম, যেখানে বেতার সাংবাদিকেরা কাজ করেন।
- টেলিভিশন, যেখানে চলন্ত ছবি ও শব্দের মাধ্যমে বার্তা স্থানান্তর করা হয়।
- ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, যা ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে বার্তা পৌঁছে দিতে পারে।

#### সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্তমান যুগের খুব জনপ্রিয় একটি প্ল্যাটফর্ম, এর মাধ্যমে মানুষ একে অন্যের সাথে সহজেই তথ্য আদান-প্রদান বা যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছে।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি সোশ্যাল মিডিয়া হলো একটি কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তি যার মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ বা আদান-প্রদান করা যায়। আমরা প্রায়শই ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, স্ল্যাপচ্যাট এবং অন্যান্য আরো সাইট এবং অ্যাপগুলিতে নানা ধরনের তথ্যপূর্ণ পোস্ট করি এ সবকিছুই সামাজিক যোগাযোগ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

#### ১০টি জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম:

ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন, ইনস্টাগ্রাম, স্ল্যাপচ্যাট, ইউটিউব (মিডিয়া শেয়ারিং সাইট), কোওড়া (Quora), রেডডিট (Reddit), পিন্টারেস্ট (Pinterest)

উপরের ১০টি সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়াও বর্তমানে আরো অনেক ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে। প্রত্যেকটি সোশ্যাল মিডিয়া একে একটি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

#### গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধার কিছু দিক -

**ক)** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সুবিধা সমূহ (Advantages):

১. এটি বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম।
২. আপনার কাছের এবং প্রিয়জনের সাথে কথোপকথন করার জনপ্রিয় একটি মাধ্যম।
৩. আপনার মতামত প্রকাশ করার সুযোগ এবং অন্যের থেকে মতামত পাওয়ার সুযোগ।
৪. সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন প্রবীণ নাগরিকদের নিঃসঙ্গতা হ্রাস করতে সহায়তা করে।
৫. সামাজিক মিডিয়া সংকটজনিত সময় জনস্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা তথ্যের দ্রুত প্রসারণের অনুমতি দেয়।
৬. সামাজিক মিডিয়া বিস্তৃত শ্রোতাদের জন্য একাডেমিক গবেষণা সরবরাহ করে, যা মানুষকে আগে দুর্গম শিক্ষাগ্রহণের অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়।
৭. লিংকডইনের মতো পেশাদার নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি সংস্থা এবং চাকরি সন্ধানকারীদের কাজ সন্ধান সংস্থাগুলি ব্যাপকভাবে সহায়তা করে থাকে।
৮. বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ এর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম হচ্ছে, যার ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও ভালো মানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।
৯. আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও নিবন্ধ ইত্যাদির প্রকাশের মাধ্যমে ব্যবসায়ের প্রচার করতে পারার সুযোগ।
১০. সোশ্যাল মিডিয়া সাংস্কৃতিক, জাতিগত এবং জাতীয় বাধা পেরিয়ে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে থাকে।

#### খ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের অসুবিধা সমূহ (Disadvantages):

১. সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ভুয়া/ফেক ব্যবহারকারীর কারণে পর্ন ছবি এবং অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশ করে নেওয়ার ক্রিয়াকলাপ রয়েছে।
২. অসত্য তথ্য প্রকাশ করে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি করে থাকে।
৩. এটি এক ধরনের আসক্তির মতো, তরুন প্রজন্ম এটির নেতিবাচক ব্যবহারের ফলে তাদের বড় ক্ষতি সাধন হচ্ছে।
৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহারের ফলে আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য প্রকাশিত হতে পারে।
৫. আপনি যদি অতিমাত্রায় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন তাহলে এক পর্যায়ে আপনি এটির প্রতি আসক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনি আপনার পিতামাতা এবং বন্ধুদের চেয়ে মিডিয়াকে বেশি সময় দেওয়া শুরু করবেন।
৬. অপরাধীরা অপরাধ করতে বিভিন্ন ধরনের ভুয়া খবর প্রচার করতে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে।

৭. অতিরিক্ত সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারের ফলে আপনার ব্যক্তিত্ব এবং মস্তিষ্কের ব্যাধি, এডিএইচডি এবং স্বকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব বিশেষত যুবসমাজের বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

৮. আপনি যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কিছু শিখতে না পারেন তাহলে এটি হবে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার কারণ।

৯. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ফলে আপনার হতাশার পরিমাণ বাড়াতে পারে।

১০. বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশিরভাগ সময়ই অনৈতিক/অসামাজিক কন্টেন্ট ভাইরাল হয়ে থাকে।

আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার, সামাজিক যোগাযোগ ব্যবহারের ফলে যেমন অনেক সুবিধা রয়েছে ঠিক তেমনি এর অনেক অসুবিধাও রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সময় আমরা সবসময়ই নেতিবাচক দিকগুলি এড়িয়ে চলবো, ইতিবাচক কর্মকান্ড করবো এবং অন্যকে ভালো কাজ করতে উৎসাহ করবো; তাহলেই আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক দিকগুলো এড়িয়ে চলতে পারবো।

### ইসলামী দাওয়াত পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

মহান আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এই প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত। সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই সফলকাম।” [সূরা আলে ‘ইমরান, ৩: ১০৪]

মূলত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ন্যায়নীতি আজ বিলুপ্তপ্রায়। জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন, ঘুষ-দুর্নীতি প্রভৃতি পাপাচারের বিষবাস্পে জাতি আজ দিশেহারা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে দাওয়াতের ব্যাপক প্রসারের বিকল্প নেই। দাওয়াতের এ ঈমানী কাজে মুসলিম সমাজ যতদিন দূরে থাকবে বা পিছিয়ে থাকবে ততদিন উম্মাহ এ কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটনের জন্যই আল্লাহ তাআলা মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহর নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান করেন এবং মানবতাকে জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণীগুলো পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তার তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয়, যা কখনও তোমরা জানতে না।” [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১৫১]

দা‘ওয়াতের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ রাসূল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে, সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।” [সূরা আল কাসাস, ২৮:৮৭]

### দা‘ওয়াতের সংজ্ঞা:

আরবী অভিধানে ‘দা‘ওয়াত’ (الدَّعْوَةُ) শব্দটি মাছদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ ডাকা। الدَّاء বা আহ্বান করা। আল্লাহ বলেন -

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ

“সেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে।” [সূরা ইসরা/বনী ইসরাঈল, ১৭:৫২]

তিনি আরো বলেন,

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“যখন আমাকে ডাকা হয়, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই।” [সূরা আল বাক্বারাহ, ২:১৮৬]

### দা‘ওয়াতের পারিভাষিক অর্থ :

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا

“আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁরা যেসব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সেসব সত্য বলে স্বীকার এবং যেসব তাঁরা আদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার দিকে আহ্বান জানানো।” [মাজমু‘ ফাতাওয়া ১৫/১৫৭]

২. শাইখ খিজির হুসাইন বলেন,

حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والأجل

মানুষকে কল্যাণ, হেদায়েত, সংকাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধের প্রতি উৎসাহিত করা। [আদ-দাওয়াত ইলাল ইসলাম, পৃঃ ১৭]

৩. শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালাহ আল উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

هي دعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، وحفظ الحقوق، وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيله من المنازل ما يستحقه، فترتفع العقائد الكاملة والأحكام الشرعية، وتزهق العقائد الباطلة والقوانين الجاهلية والأحكام الوضعية

‘এটা হচ্ছে উত্তম চরিত্র, সং আমল, হক সংরক্ষণ এবং প্রাপকের যথাযথ হক ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান জানানো। যাতে পূর্ণাঙ্গ আকীদা ও শরী‘আতের বিধি-বিধান উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাতিল আকীদা, জাহেলী নিয়ম-কানুন ও নিকৃষ্ট বিধান সমূহ দূরীভূত হয়’। [মা‘আলেম ফি মানহাজিদ দা‘ওয়াহ, পৃষ্ঠা: ৯]

দা‘ওয়াত ইলাল্লাহ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

১. দা‘ওয়াতের মাধ্যমেই মানুষের আদর্শিক, নৈতিক ও আত্মিক সংস্কার ও পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়: একমাত্র বিশ্ব সংস্কারক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পন্থায় দা‘ওয়াত দানের মাধ্যমেই এই সমাজের উত্তরণের পথ উন্মোচিত হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ সা. নির্দেশিত পদ্ধতিতে মানবতাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَلْعَنُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْعَمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা পৌঁছিয়ে দাও; আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা কর তাতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত করে নিল।” [সহীহ বুখারী-৩৪৬১; মিশকাত-১৯৮]

২. মুসলিম উম্মাহর ওপর দা‘ওয়াতি কাজ করা আল্লাহর নির্দেশ ও ফরয: জমহুর উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেন যে মুসলিম উম্মাহর ওপর দা‘ওয়াতি কাজ করা ফরযে কিফায়া। যদি দা‘ওয়াত সমাজ, রাষ্ট্র বা জনপদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। উল্লেখ্য যে, সমাজ বা রাষ্ট্রে যদি দা‘ওয়াতি তৎপরতা না থাকে অথবা অপ্রতুল হয়, এ অবস্থায় সকল মুসলিমের ওপর দা‘ওয়াতি কাজে সম্পৃক্ত হওয়া এবং দা‘ওয়াতি মিশনে কাজ করা ওয়াজিব বা ফরযে আইন, এ বিষয়ে এ যুগের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পষণ করে থাকেন। দা‘ওয়াতের এ বিষয়টি কখনো কখনো ফরযে কিফায়া হলেও তা সামগ্রিক ফরয বুঝানোর জন্য পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কিরামগণ উল্লেখ করেছিলেন। সামগ্রিক ফরযের বিষয়টি ইসলামী শরীয়তে ফরযে আইনের চেয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে ফরযে কিফায়া বলে দা‘ওয়াতকে কিছু সংখ্যক লোকের দায়িত্ব অথবা আলেমদের দায়িত্ব মনে করা ইসলামী শরী‘আর নির্দেশনা এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে মোটেও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য নয়। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

“হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হতে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দা তাহলে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না।” [সূরা আল মায়িদা, ৫:৬৭]

৩. দা‘ওয়াত ইলাল্লাহ মুসলিম উম্মাহর ওপর সামগ্রিক ফরয: দা‘ওয়াতের এই মিশনারী দায়িত্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল উম্মাতের ওপর। তবে এক্ষেত্রে আলেমরা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবর্তমানে দা‘ওয়াতের এই গুরুভার তাঁর উম্মতের ওপর অর্পিত হয়েছে। সেকারনে এ মহান দায়িত্বে অবহেলা করা চলবে না, বরং তা পালন করতে হবে যথাযথভাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ দেখলে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে; যদি এটা তার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা বাধা দিবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা (তাকে ঘৃণা করবে), আর এটাই হল দুর্বলতম ঈমান।” (সহীহ মুসলিম-৪৯, ‘ঈমান’ অধ্যায়)

৪. দা‘ওয়াত ইলাল্লাহ আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট আহ্বান: আল্লাহর পথে দা‘ওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

“ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম কখনো সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে।” [সূরা ফুসসিলাত/হামীম সাজদা, ৪১: ৩৩-৩৪]

৫. দা‘ওয়াত পরস্পরের বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে ও শত্রুতা দূরীভূত করে: উপরিউক্ত আয়াতে দা‘ওয়াতের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। একে অপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

৬. দা‘ওয়াতি কাজ মু‘মিনের ঈমানের দাবী ও সফলতার মানদণ্ড: সফলতার একমাত্র মানদণ্ড দা‘ওয়াতি কাজ। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

“অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়ার উপদেশ দেয়। তারাই হল ডানপন্থী, তারাই সফলকাম।” [সূরা আল বালাদ, ৯০:১৭]

৭. দা‘ওয়াত দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি ও ব্যর্থতা থেকে বাঁচার উপায়: সকল প্রকার ক্ষতি ও লোকসান হতে বাঁচার পথ হচ্ছে দা‘ওয়াত ইলাল্লাহ। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দা‘ওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শিখে, যা মানব সমাজে খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,



وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ

“কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত; তবে তারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।” [সূরা আল ‘আসর, ১০৩:১-৩]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে হক-এর দা‘ওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক-এর দা‘ওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন।

৮. দা‘ওয়াতি কাজের প্রতিদান ও পারিতোষিক চিরন্তন ও অব্যাহত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً مِنْ سُنَنِكَ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

“যে ব্যক্তি (দা‘ওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি উত্তম সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকী পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে, তাদের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো নেকী কম করা হবে না; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালু করবে, সেজন্য তার পাপ রয়েছে, আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না।” (সহীহ মুসলিম, মিশকাত-২১০ ‘ইলম’ অধ্যায়)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

“যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ নেকী রয়েছে। কিন্তু তাদের নেকী থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ পাপ রয়েছে। কিন্তু তাদের পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করা হবে না।” [সহীহ মুসলিম-৬৯৮০; মিশকাত-১৫৮]

৯. দা‘ওয়াতি কাজের সহযোগীরাও দা‘ওয়াতের মর্যাদা লাভ করবে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَبْذِعُ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذْلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

আবু মাসউদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল, আমার সওয়ারী ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাকে একটি সওয়ারী দান করুন। তিনি বললেন, সওয়ারী আমার কাছে নেই। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমি তাকে এমন লোকের কথা বলে দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারীর পশু দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে’।

[সহীহ মুসলিম-৫০০৭; মিশকাত-২০৯]



### তথ্যসূত্র:

- ১) দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; লেখক: ইহসান বিন মুজাহির, ডেইলি ইনকিলাব, প্রকাশের সময়-১২ মার্চ ২০১৭।
- ২) মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত, লেখক: সাঈদ হোসাইন, ম্যাগাজিন: সমালোচক।
- ৩) ইসলাম প্রচারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার; লেখক: মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, কালের কণ্ঠ, প্রকাশের তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ২০২০।
- ৪) গণমাধ্যমে মেধাহীন পুঁজি ও অন্যান্য; লেখক: মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ, বর্ষ ১২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি ২০১৬।

### গণমাধ্যমে দাওয়াতের সমস্যা সমূহ:

আমরা সবাই জানি, দাওয়াতের পথ মসৃণ, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। দাওয়াতের পথে বাধা, সংকট, সমস্যা একটি অপরিহার্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে ওয়ারাকা ইবন নাওফাল ইবন আসাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম যেদিন তাঁর কাছে জীবরীল আমীন আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে আসেন, অতঃপর তিনি ভীত-বিস্মল, অসুস্থ ও আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে যান। এ দেখে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাঁকে ওয়ারাকা এর নিকট নিয়ে যান; সে প্রথম দিনই ওয়ারাকা রাসূল সা. কে জানিয়ে দিয়েছেন,

نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا غُودِي

“হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ তা নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে তার বিরোধিতা ও শত্রুতা পোষণ করা হয়েছে।” [সহীহ বুখারী-৩, সহীহ মুসলিম-১৬০]

এ বক্তব্যে এ পথে সংকট ও সমস্যার প্রাথমিক ইঙ্গিত রয়ে গেছে। তাই সমস্যা ও সংকট যেন পথ চলা ও চলার গতি রোধ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক-সংকেত দেয়া হয়েছে। দাওয়াতের পথে সমস্যাগুলোর কারণ জানতে পারলে আমরা সমাধানের আলোকোজ্জ্বল রাস্তা খুঁজে পাব। নিম্নে গণমাধ্যমে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বহুল পরিলক্ষিত কিছু সমস্যা তুলে ধরা হলো। এ সমস্যাগুলোকে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করেছি।

**প্রথমত:** গণমাধ্যমে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কমন বা সাধারণ সমস্যা: দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণ যেসব সমস্যা পরিলক্ষিত হয় নিম্নে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

- ১) ব্যক্তিগত কর্ম ও স্বাধীন ইচ্ছা মাফিক বাস্তবায়ন: আমরা অনেকেই দাওয়াতকে কেবল ব্যক্তিগত কাজ মনে করে থাকি। এমনকি কেউ কেউ নিজের নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কাজ বা সময় কাটানোর উপায় হিসেবেও মনে করে থাকি। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কাজের চেয়েও এর গুরুত্ব ও উৎসাহ আমাদের কাছে অনেক কম। ঠিক একই ধারণা দাওয়াত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও; কোন ধরনের নিয়ম-নীতি বা শৃঙ্খলা এখানে তেমন দেখা যায় না। নিজস্ব ধ্যান-ধারণাও স্বাধীন ইচ্ছার ওপর এর বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। নিজস্ব পরিকল্পনা বা কারো পরামর্শ এ সবার তেমন তোয়াক্বা বা তোয়াজ করার ইচ্ছাও দেখা যায় না।

২) অপরিকল্পিত দা‘ওয়াত: বিষয়বস্তু ও প্রোগ্রাম দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় অপরিকল্পিত দা‘ওয়াতি তৎপরতা।

৩) সময় ও ব্যস্ততার অজুহাতে প্রস্তুতি বিহীন উপস্থাপনা।

৪) জলসা জমানো, হাসানো-কাঁদানো ও মাঠ মাতানোর লক্ষ্যে কথা বলা।

৫) আত্মপ্রচার, ভাইরাল হওয়া, লাইক পাওয়া ইত্যাদির উদ্দেশ্যে দা‘ওয়াতি কাজ করা।

৬) পার্থিব সুযোগ-সুবিধা, লাভ ও পদমর্যাদা টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে দা‘ওয়াতি তৎপরতাকে ব্যবহার করা।

৭) কারো কারো দা‘ওয়াতি ক্ষেত্রে কঠোরতা ও প্রান্তিকতা।

দ্বিতীয়ত: দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে দা‘ঈ বা উপস্থাপকদের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যা সমূহ -

১) প্রয়োজনীয় অরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণের অভাব।

২) উপস্থাপনা ও ভাষাগত দুর্বলতা: উপস্থাপক বা আলোচককে অবশ্যই যে ভাষায় আলোচনা পেশ করবেন সে ভাষায় পারদর্শী হওয়া জরুরী। যাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তাদের ভাষা না জানা দা‘ওয়াতি ময়দানে ব্যর্থতার পরিচায়ক। ভাষার পারদর্শীতার ক্ষেত্রে সার্বিক উচ্চারণ, সুন্দর উপস্থাপনা ও স্পষ্টভাষী হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর ভাই হারুন আলাইহিস সালামের ভাষার প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতার জন্য আল্লাহর কাছে নবুয়তের দরখাস্ত করেছেন। আল্লাহ তাঁর দু‘আ কবুল করেছেন এবং হারুন আলাইহিস সালাম-কে এজন্য নবুয়তের মর্যাদায় সম্মানিত করেছেন।

৩) দা‘ওয়াতের সাথে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থকে যুক্ত করা।

৪) দা‘ওয়াতি কাজে অস্থিরতা, সময় ও প্রেক্ষাপটের আবর্তে আবরণ ও সুরের পরিবর্তন।

৫) কোন কোন আলোচক ও উপস্থাপকের বিষয়বস্তুর ওপর মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান না থাকা।

৬) অপ্রাসঙ্গিক, অতিরিক্ত ও দ্বিরুক্তিমূলক কথা আলোচনা বা উপস্থাপনায় নিয়ে আসা।

৭) দলকানা, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গ্রুপের চিন্তা-ধারা পুষ্ট বা প্রভাবিত দা‘ওয়াত।

৮) বক্তব্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফের অভাব।

৯) হিকমত ও উত্তম উপদেশ এর ওপর অভ্যস্ত না হওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর উত্তমভাবে।” [সূরা আন নাহল, ১৬:১২৫]

১০) আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও দা‘ওয়াতি চেতনায় ঘাটতি থাকা।

১১) দা'ঈ, আলোচক, উপস্থাপকদের মাঝে যোগাযোগ ও কোঅপারেশনের অভাব। দা'ঈদের মাঝে পারস্পরিক দূরত্ব দা'ওয়াতি কাজকে সর্বদা দুর্বল করবে। নিয়মিত যোগাযোগ দা'ওয়াতি প্রচেষ্টাকে গতিশীল ও বেগবান করতে সহায়তা দেবে।

**তৃতীয়ত:** গণমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যা সমূহ: গণমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাগুলো নিম্নোক্ত দিকগুলো থেকে পরিলক্ষিত হয়।

ক) প্রোডাকশন, প্রোগ্রাম তৈরি ও প্রস্তুতের দিক থেকে,

খ) ইডিটিং বা প্রোগ্রাম সম্পাদনা ও প্রস্তুতের দিক থেকে,

গ) প্রোগ্রামের ধরন ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে,

ঘ) প্রোগ্রাম সম্প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে।

ক) প্রোগ্রাম তৈরি ও প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

১) প্রোগ্রামের ধরন, প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপস্থাপক বা আলোচককে পূর্বাঙ্কে ধারণা না দেয়া,

২) প্রোগ্রাম প্রস্তুতের আগে প্রোগ্রাম বিষয়ক গবেষণা যথা বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা, সময়ের চাহিদা, আলোচ্য সূচীর ধারাবাহিকতা, প্রোগ্রামের Objects ও Vision নিয়ে কোন ধরনের পরিকল্পনা না থাকা,

৩) শুধুমাত্র প্রোগ্রামের জন্য প্রোগ্রাম প্রডিউস করা। এখানে কোয়ালিটি, যথার্থতা, বক্তব্যের অথেনটিসিটির প্রতি লক্ষ্য না রাখা। অনেক সময় producer দের লক্ষ্য থাকে প্রোগ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। যেহেতু প্রোডাকশন সংখ্যার হিসাব তাকে দিতে হবে।

৪) উপস্থাপক বা আলোচককে Home work এর পর্যাপ্ত সময় না দেয়া,

৫) প্রোগ্রামের খসড়া সিনোপসিস আলোচক ও উপস্থাপকের কাছে না থাকা। যেমন বলা হল- আজকে আশুরার আলোচনা হবে। কিন্তু কোন কোন পয়েন্টে আলোচনা হবে, কি ধারা ও মোটিভে আলোচনা হবে তা খসড়া আকারেও না থাকা।

খ) প্রোগ্রাম সম্পাদনা ও রিভিউর ক্ষেত্রে কতক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমন -

১) ইডিটরের কন্টেন্ট সম্পর্কে ধারণা না থাকা,

২) ইডিটিং ও কাটিং-এ গিয়ে মূল কথা বাদ পড়ে যাওয়া,

৩) দৃষ্টিকটু অথবা শব্দগত ভুল জেনেও ইডিটিং-এ তা বাদ না দেয়া,

৪) বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক না হলেও তা ইডিটিং-এ বাদ না দিয়ে সম্প্রচার করা,

গ) প্রোগ্রামের ধরন ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা এভাবে দেখা যায় -

১) বিষয়বস্তু গতানুগতিক ও প্রচলিত ধারায় অব্যাহত রাখা; এতে নতুনত্ব, ভিন্ন চিন্তা ও ধারা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা না থাকা,

২) প্রোগ্রামের ধরনে একাধিক ডাইমেনশন বা মাত্রা যোগ না করা,

৩) বিষয়বস্তুর যথার্থতা নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা না হওয়া,

৪) সমসাময়িক বিষয়ে শার'ঈ সমাধান বা শরী'আহ কাউন্সেলিং এর তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকা,

৫) বিষয়বস্তু আলোচকের ইচ্ছাধীন করে দেয়া,

ঘ) সম্প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যা আমরা দেখতে পাই। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো -

১) অমার্জিত ও অশালীন বিজ্ঞাপনসহ ইসলামী অনুষ্ঠান,

২) এমন সময় ইসলামিক অনুষ্ঠান প্রচার করা যখন মাস পিপল দেখেনা অথবা দেখতে পারেনা। যেমন, আযান বা সলাতের সময়।

৩) ইসলামিক প্রোগ্রামের আবহ পরিবর্তন করে গান, নাটক, সিনেমা, কমেডি বা প্রচলিত রিয়েলিটিশো-এর সাথে মিশ্রিত করে দেয়া,

৪) প্রোগ্রাম সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক বাণিজ্যিকীকরণের কারণে প্রোগ্রামে বিজ্ঞাপনের আধিক্য বা বিজ্ঞাপন সর্বস্ব প্রোগ্রাম প্রচার করা,

৫) ইসলামী প্রোগ্রামের মানসম্পন্ন প্রমো না থাকা,

৬) ব্যাপক প্রচার ও সম্প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কোন মহল থেকে গ্রহণ না করা।

এসব সমস্যাগুলোকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা সংক্ষেপে তিনটি মূল সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করতে পারি -

১) ইখলাসের অভাব বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিচ্যুতি,

২) দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সুন্নাহ প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ না করা,

৩) ইলম, আমল ও চিন্তাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অভাব।

গণমাধ্যমকে দা'ওয়াতের কাছে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ:

১) দা'ওয়াহ স্টিকার: ইসলামের মৌলিক ও চিত্তাকর্ষক নানান বিষয় মনে করিয়ে দেয় এমন বার্তা সম্বলিত স্টিকার ছাপিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেমন- বাস, ট্রেন, স্টেশন ইত্যাদিতে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দু'আ সম্বলিত স্টিকার ছাপানো যায়।

২) ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি: নতুন ও পুরাতন বইয়ের মিশেলে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি গড়ে তোলা যায়। স্বল্পমূল্যে কিছু বই বিক্রিও করা যেতে পারে। পঠিত পুরনো বইও সংগ্রহ করা যায়, যা অন্যরাও পড়তে পারবে।

৩) খোলা চিঠি: বিভিন্ন বয়সের মানুষকে পাঠক হিসেবে কল্পনা করে চিঠি লিখুন। মনে করুন, আপনার চিঠির পাঠক হতে পারে মসজিদের পাশের বাড়ির কেউ অথবা সেই মসজিদের ইমাম, কিংবা একজন পাবলিক স্পিকার, একজন ডাক্তার, একজন শিক্ষক, একজন ছাত্র, একজন প্রকাশক, একজন বাবা, একজন মা, একজন স্বামী, একজন স্ত্রী, একজন ব্যবসায়ী, একজন ভোক্তা/ক্রেতা, একজন নিরাপত্তা প্রহরী, একজন কারাবন্দি কয়েদি অথবা একজন মুসাফির। আপনার পাঠককে উদ্দেশ্য করে তার অনুভূতিতে নাড়া দেয় এমন ভাষায় তাকে ইসলামের পথে ডাকুন।

৪) সাধারণ প্রকাশনা: বাংলা ভাষায় প্রকাশনা জগতে এক নিরব বিপ্লব বয়ে যাচ্ছে। ২০১৩'র পর থেকে স্কুল, কলেজ, ভার্টিসিট পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ মেধাবীরা দলে দলে ইসলামে ফিরে আসছে। ইন্টানেটের পর এক্ষেত্রে বড় একটা মাধ্যম হচ্ছে ইসলামী প্রকাশনা। তাই প্রকাশনা জগতকে আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। মৌলিক ও সমকালীন, বিশেষ করে তরুণ-যুবকদের চিন্তা-চেতনায় আমূল পরিবর্তন আনে এমন বই বেশি প্রয়োজন। এই যুবকরাই এই শতাব্দিতে ইসলামি জাগরণের মূলশক্তি। এরাই যুগের মুস'আব ইবনু উমাইর।

[মুনির বিন ইসমাঈল ধারণা থেকে সংগ্রহীত]

### এসব সমস্যা হতে উত্তরণের উপায়

উপরিউক্ত সমস্যাগুলো ও সীমাবদ্ধতাসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এমন কিছু বিষয় ও দিক রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে আমার আলোকোজ্জ্বল দিগন্তের দিকে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। যে বিষয়গুলো আমাদের সোনালী গন্তব্যের দিকে ফোকাস করার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার প্রতি হাতছানি দিতে থাকে, নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো -

১. তরুণ আলোচক ও বক্তাদের মাঝে বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা,
২. গণমাধ্যম বা মিডিয়ার জগতে তরুণদের প্রবল ইচ্ছা,
৩. গবেষণা, তাহকীক, 'ইলমি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তরুণদের আন্তরিক অংশগ্রহণ,
৪. গণমাধ্যম বা মিডিয়ার ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত বিরাগ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক অবসান,
৫. গণমাধ্যম, মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়াকে দা'ওয়াতের অপ্রতিরোধ্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান,

৬. গণমাধ্যমে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অধিক সতর্কতা অবলম্বন,
৭. সমালোচনা ও প্রতিবাদের সুর পরিবর্তন করে উদারতা, সহনশীলতা ও ইতিবাচক এপ্রোচের চেতনা লালন,
৮. গল্প-কাহিনী, কারামাত ও স্বপ্ন নির্ভর বর্ণনা বা বক্তব্য থেকে বেরিয়ে দলিল নির্ভর বক্তব্যের দিকে অভিযাত্রা,
৯. প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্যের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি
১০. আলোচক ও বক্তাদের মাঝে কিছুটা আন্তরিকতা, মহানুভবতা ও সহাবস্থানের স্নিগ্ধ প্রবাহের বিরাজমানতা ইত্যাদি।

তাই আমাদের সামনে অনেক সমস্যা থাকলেও হতাশা ও আশাহত হওয়ার কোন কারণ নেই। পরিবেশ, সময় ও বাস্তবতার পর্যালোচনা আমাদেরকে এই ইশারাদের এসব বাধার পাহাড় ও দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে অভিষ্ট মানথিলে পৌঁছতে হলে আমাদের পরস্পর পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরতে হবে। ঐক্য ও সহযোগিতার প্রাচীর বিনির্মাণে নিজেদের তাবৎ তাকত ও শক্তি বিনিয়োগ করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। চেতনা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধির পুঁজি নিয়ে উদারতা ও সত্যের মিছিলে দৃঢ় মনোবল ও সুউচ্চ সাহসিকতা নিয়ে সমাধানের পথগুলো বের করে আনতে হবে। আমরা জানি, চিকিৎসা নেই এমন রোগ নেই। সমাধান নেই এমন সমস্যা নেই। নিম্নে কিছু সমাধান আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বিবেচনার নিরিখে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

১. ব্যক্তিগত আলোচনা, জুমু'আর খুৎবা, পাবলিক ওয়াজ মাহফিল ও গণমাধ্যমের আলোচনার মাঝে পার্থক্য ও তফাৎ উপলব্ধি করতে হবে।
২. যতই ছোট হোক না কেন, বিষয় বস্তুর আলোকে নিজেদের আলোচনাকে সাজাতে এবং তৈরি করতে হবে।
৩. আলোচ্য বিষয় নিয়ে পারস্পরিক পর্যালোচনা বা আইডিয়া নেয়া দোষের বিষয় নয়, বরং সমৃদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক।
৪. তথ্যসমূহের ক্ষেত্রে নবীনদের প্রবীণ অথবা তুলনামূলক বেশি যোগ্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়া বড়ত্বের প্রমাণ। কোনভাবে এটিকে তুচ্ছ ও ছোট মনে না করা সৎ সাহসিকতা।
৫. আধুনিক বিষয়ে তালিবে 'ইলমদের তাড়াছড়া করে ফাতাওয়া কারার বা সিদ্ধান্ত না দিয়ে প্রবীণ নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করা।
৬. অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য পরিহার করা, যদিও তা মুখরোচক ও আকর্ষণীয় হয়।
৭. আলোচনা, বক্তব্য ও খুৎবার ক্ষেত্রে টার্গেট পিপলদের জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-উপলব্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা বা ধারণক্ষমতা বিবেচনা করে উপস্থাপন করা।
৮. আলোচ্য বিষয়ের ভাষার ওপর সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করার অব্যাহত প্রচেষ্টা করা।

৯. কঠোরতা, প্রান্তিকতা, সংকীর্ণতা ও আক্রমণাত্মক এপ্রোচকে সর্বাবস্থায় পরিহারের অভ্যাস তৈরি করা।
১০. নিজের পক্ষে নয়, সত্যের পক্ষে; দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে নয়, দলীল ও গ্রামারের পক্ষে; নেতা নয়, নৈতিকতার পক্ষে এবং মানবিক দুর্বলতা নয় বরং মানবিক কল্যাণের পক্ষে অবস্থান দৃঢ় করা।
১১. পূর্ব নির্ধারিত টার্গেট, ফাতাওয়া, হুকুম বা বক্তব্য প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা ও পর্যালোচনা না করে দলীল-প্রমাণ ও সত্যসন্ধানী হয়ে সকল বদ্ধমূল ধারণা পরিহার করে নিরপেক্ষ গবেষণা ও বিবেচনায় অবতরণ করা।
১২. অধিক পরিমাণে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য ও সালাফদের বর্ণনা কোড করা।
১৩. উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রীতি, নির্ভুলতার দাবী, বিরোধীতার জন্য বিরোধীতাকে পরিহার ও বর্জন করা।
১৪. নিজের বক্তব্যকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতাকে পরিত্যাগ করা।
১৫. ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী বিষয়ে গোঁড়ামি ও কঠোরতা পরিহার করে প্রশস্ততা ও সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করা।
১৬. মৌলিক আকীদাগত বিষয়, ইসলামের অপরিবর্তনীয় অকাট্য প্রমাণিত উসূল বা স্বীকৃত বিষয়সমূহ, মানহাজ কর্মনীতিসহ দাওয়াতের নীতিগত মৌলিক অনুসৃত পন্থা ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টিকারীকে এড়িয়ে চলা এবং বিতর্ক ও বিবাদ- তথা মুনাযারা পরিহার করা।
১৭. আমরা জানি হেদায়েত আল্লাহর হাতে, হেদায়েত দেয়া বা বিতরণ করা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করে এমনকি নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিলেও সকল মানুষকে হেদায়েতের গেটওয়েতে আনতে সক্ষম হব না। এ নিয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তাই দাওয়াতের ময়দানে দৃঢ় মনোবল হতে হবে, ছাড়তে হবে হতাশা ও দুশ্চিন্তা। কেননা সফলতা সংখ্যার মাধ্যমে নয়, প্রচেষ্টার মাধ্যমে; পরিত্রাণ ও মুক্তি হেদায়েত ও জনবল নির্ভর নয় বরং তা সাওয়াব ও প্রতিদান নির্ভর। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সচেতনতার সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।
- ক) দাওয়াতকে এমনভাবে তুলে ধরা, যাতে তা মাদ'উ বা আহ্বানকৃত ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।
- খ) দাঈরা পরস্পর বিরোধপূর্ণ বক্তব্য না দেয়া।
- গ) দাঈরা সবাই এক সুর ও ভঙ্গিতে কথা বলা,
- ঘ) আন্তরিকতা ও নসিহতের ফর্মে দাওয়াত পেশ করা,
- ঙ) অঙ্গভঙ্গি ও আচার-আচরণে কঠোরতা ও তাচ্ছিল্যের বহিঃপ্রকাশ না থাকা।
- চ) রুদুদ-বাদ-প্রতিবাদ, উত্তর-প্রতিউত্তর, সমালোচনা-পর্যালোচনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসা,
- ছ) বিরোধিতা ও প্রতিবাদকে চিন্তা-চেতনায় রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করা,



জ) দা‘ওয়াতি কাজে দু‘আকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা বা স্বল্প কথা ও বিনম্রতার ভূষণ বা চাদরাবৃত হওয়া,  
এ৩) কথা ও কাজের বৈসাদৃশ্য বর্জন করা।

গণমাধ্যম, মিডিয়া বা সাধারণ প্রচারনার এই অঙ্গনে যারা অবতরণ করবেন তাদের জানতে হবে যে, তারা অস্ত্রবিহীন যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, দা‘ওয়াতের ময়দান কখনো মসৃণ ফুলেল ও নিষ্কণ্টক ছিল না। ফলে দা‘ওয়াতের সাথে সর্বদা সবার বা ধৈর্য্য, ধীর-স্থিরতা ও ইহতিসাব বা প্রতিদানের প্রত্যাশা সংযুক্তভাবে এসেছে।

ঈমান ও নেক আমলের পথে দুটি কার্যকরী হাতিয়ার হচ্ছে সত্যের প্রতি উপদেশ দেয়া এবং ধৈর্য্য গ্রহণ ও ধৈর্য্যের অনুশীলন করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলসমূহ করেছে আর পরস্পরকে হকের উপদেশ দিয়েছে এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য্যের।” [সূরা আল ‘আসর, ১০৩:৩]

আসুন আমরা পরস্পরের মাঝে জীবনের এই চারটি বিষয়ের চর্চা, পরিচর্যা, অনুশীলন ও পরিপালনে ব্রত হই। দা‘ওয়াতের এই ময়দানে সাহায্য ও বিজয় আমাদের জন্য নিশ্চিত হবে। মহান রবের ঘোষণা সেদিকেইতো ইঙ্গিত করে,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

“আর আমাদের ওপর হক হচ্ছে মুমিনদের সাহায্য করা।” [সূরা আর রুম, ৩০:৪৭]

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُ كُلَّ خَوَافٍ كُفُورٍ

“নিশ্চয় আল্লাহ যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে থাকেন, আর নিশ্চয় আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।” [সূরা আল হাজ্জ, ২২:৩৮]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে, দা‘ওয়াত সমস্যা ও সংকট মুক্ত কাজ নয়। দা‘ওয়াতি ময়দানে ফুলের শুভেচ্ছে সালাফদের আলোকোজ্জ্বল কর্মজীবন থেকে প্রমাণিত হয়নি। একজন প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম-বান্দাহ হিসেবে এবং ওহীর জ্ঞানে দীপ্ত নববী মিশনের অনুসারী হিসেবে দা‘ওয়াত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা অবমুক্ত রাখার কোন অবকাশ নেই। তাই এ কঠিন ফরিদাহ বা ঈমানের অপরিহার্য দাবী পূরণের ক্ষেত্রে আমাদের নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো সর্বদা দুচোখের মাঝে পথ চলার পাথেয় হিসেবে থাকা দরকার।

### প্রথম মূলনীতি:

إِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا

যখন কথা বলবেন তখন ইনসাফ করবেন।

সূরা আল আন'আমের ১৫২ নং আয়াতে এ বিষয়টি সরাসরি আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলার ক্ষেত্রে ইনসাফ বা ন্যায়নিষ্ঠার নীতি অনুসরণ করতে না পারলে আমরা যুলম, সীমালঙ্ঘন ও অন্যকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করব যা মৌলিকভাবে ইসলামী চিন্তা-চেতনার সাথে বৈধ নয়।

### দ্বিতীয় মূলনীতি:

إِذَا أَخْطَأْتُمْ فَاعْتَرِفُوا

যখন তোমরা ভুল করবে তা স্বীকার করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ

“তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিল।” [সূরা আল মুলক, ৬৭:১১]

আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরীগণ বলতেন, ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করে নেয়া ফযীলত বা মর্যাদার বিষয়। দৃঢ়মনোবলের ব্যক্তিদের চরিত্র এবং দুর্বলদের জন্য কঠিন ও লজ্জাকর। তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَابُونَ

“ভুল কারীদের মধ্যে তারাইতো উত্তম, যারা স্বীকৃতির মাধ্যমে ফিরে আসে।” [সহীহ ইবন মাজাহ-৩৪২৮, তিরমিযী, আল মুস্তাদরাক, হাকেম-৭৬৯১]

### তৃতীয় মূলনীতি:

إِذَا نَقَلْتُمْ فَتَبَيَّنُوا

যখন কোন বিষয় নকল বা বর্ণনা করবেন, তখন যাচাই-বাছাই করবে বা সত্যতা জেনে নিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসিক বার্তা নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ।” [আল হুজুরাত, ৪৯:৬]

### চতুর্থ মূলনীতি:

إِذَا حُكِمْتُمْ فَاتُوا بِالْأَدْلَةِ

যখন কোন বিষয়ে হুকুম বা সিদ্ধান্ত দেবেন তখন তার দলিল বা প্রমাণ উল্লেখ করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“এসব তাদের মিথ্যা আশা, বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ দিয়ে আস যদি তোমরা সত্যবাদী হও।” [সূরা আল বাক্বারাহ, ২:১১১]

### পঞ্চম মূলনীতি:

إِذَا تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

যখন তোমরা বিবাদে লিপ্ত হবে তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাপন কর বা ফিরিয়ে নাও। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।” [সূরা আন নিসা, ৪:৫৯]

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

“তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন- ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।” [সূরা আশ শুরা, ৪২:১০]

### ষষ্ঠ মূলনীতি:

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَتَفْسَحُوا

“যখন তোমরা মতপার্থক্য করবে তখন প্রশস্ততা দেখাবে, উদারতা প্রদর্শন করবে।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَفَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়, আর এ জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং ‘আমি জীন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই’ তোমার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হবেই।” [সূরা হূদ, ১১:১১৮-১১৯]

ইমাম ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মহান আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল আন‘আমের ৩৫ নং আয়াতে বলেছেন,

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

“আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি তাদেরকে হেদায়েতের ওপর একত্রিত করতেন। সুতরাং আপনি কখনো মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।”

এখানে মতবৈচিত্রের প্রশস্ততার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পাই সালাফগণ মতপার্থক্য ও ভিন্নমত পোষণ করেছেন সংকীর্ণতা বর্জন করে, অন্যদের বক্তব্যকে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি দিয়ে। এখানে অবশ্যই একটি বিষয় জানতে হবে: এসব মতবৈচিত্র সেসব ক্ষেত্রেই প্রশস্ততা ও স্বীকৃতির মর্যাদা পাবে যেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও ইখতিলাফের বৈধতা শরী‘আহর নির্দেশনার আলোকে সাব্যস্ত হয়েছে।

সপ্তম মূলনীতি:

إذا جادلتم فادفعوا بالتّي هي أحسن

যখন তোমরা প্রতিবাদ করবে তখন তাব হবে সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর পন্থায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَجِدْلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“আর আপনি তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায় বা সুন্দর পদ্ধতিতে।” [সূরা আন নাহল, ১৬:১২৫]

তিনি আরও বলেন,

وَلَا تُجِدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের (আহলে কিতাব) সাথে বিতর্ক করবে না।” [সূরা আল আনকাবুত, ২৯:৪৬]

এ কথা স্পষ্ট যে, আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের বিবাদ ও বিতর্কের ভাষা ও পদ্ধতি যদি সুন্দরতম পন্থায় করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় সেক্ষেত্রে মুসলিম ভিন্নমত পোষণকারী বন্ধুদের সাথে আমাদের আচরণ বা বিতর্কের পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তা সহজেই অনুমান করা যায়। উপরে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে দা‘ওয়াতের ভাষা, পদ্ধতি উপস্থাপনা, মতবিরোধ ও বিবাদ-বিতর্কের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণযোগ্য কিছু মূলনীতি তুলে ধরেছি। আশা করি এর মাধ্যমে গণমাধ্যম তথা মিডিয়ার বিশাল জগতে দা‘ওয়াতি কাজের যে সমস্যাগুলো রয়েছে আমরা তা অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও কৌশলের সাথে সমাধান করতে সক্ষম হব। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এ পথে অবিচলতা ও প্রজ্ঞা ভিত্তিক আচরণের প্র্যাকটিস করার তাওফীক দিন!

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, রোগ জানা থাকলে যেমন চিকিৎসা সম্ভব; সমস্যা জানা থাকলেই তেমন সমাধান হওয়া সম্ভব। প্রত্যেকটি সমস্যার মধ্যেই এর সমাধানের দিক নির্দেশ রয়েছে। তাই সমাধানের আগে সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারলে আমরা খুব দ্রুত সমাধান বের করতে সক্ষম হব। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে এ সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের তাওফীক দান করুন। মৌলিক এ সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের মূলনীতিগুলো আমরা উল্লেখ করেছি; যে মূলনীতিগুলোর আলোকে আমরা আমাদের দা‘ওয়াতি তৎপরতা এবং দা‘ওয়াতি কাজকে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করতে সক্ষম হব। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক ও দা‘ওয়াতের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।